গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০ জুলাই, ২০০৬ তারিখে
অনুষ্ঠিত ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৫ম সভা ৩০ জুলাই, ২০০৬ তারিখ বিকেল ৪.০০ টায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান এর সভাপতিত্বে তাঁর অফিস সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট - ১ এ দেখান হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানান এবং সকলের সঙ্গে পরিচিত হন। সভাপতি সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) জনাব এ. এস. এম. কবির-কে অনুরোধ করেন। উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) সভাপতির অনুমতিক্রমে কার্যপত্রের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আলোচ্যসূচী উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ০১ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৭-০২-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৭-০২-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানীত সকল সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০২ঃ বিগত ২৭-০২-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৪র্থ সভার সিদ্ধান্তবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ বোর্ড সভার সিদ্ধান্তবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা কালে বাস্তবায়িত বিষয়সমূহ ব্যতীত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোতে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(ক) সিলেট বিভাগীয় সদরে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ষ্টাফ বাস চালুকরণঃ

সিলেট বিভাগীয় কার্যলয়ে একটি মিনিবাস ভাড়া করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে, বাস ভাড়া করার উদ্দেশ্যে দরপত্র আহবানপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে গত ০৯-০৫-২০০৬ তারিখে বাককবো(কর্মসূচী)-৬/৯৯-২৪৬৮ স্মারকে পত্র দেয়া হয়েছে। এতদবিষয়ে এখনও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ উপর্যুক্ত বিষয়ে একটি তাগিদ পত্র দেয়া যায়।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

CamScanner

(খ) **নতুন ৫ (পাঁচ) টি বাস ক্রয় সংক্রান্ত ঃ**

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নতুন বাস ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় অবহিত করা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নতুন বাস ক্রয়ের জন্য ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বাজেটে টাঃ ১.৭৫ কোটি (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অর্থ ছাড়করণ ও বাস ক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ঃ অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অর্থ ছাড়করণ ও বাস ক্রয়ের বিষয়ে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(গ) **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় বহুতল বানিজ্যিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনা ঃ**

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় ৩০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা কালে সভায় অবহিত করা হয় যে, ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্নের বিষয়টি সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কয়েক বার সভায় মিলিত হয়ে এ বিষয়ে প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করেছে। ভবনের নকশা ও প্রকল্প দলিল প্রণয়নসহ আরো কিছু কাজ সম্পন্নের অপেক্ষায় আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ভবনের নকশা ও প্রকল্প দলিল প্রণয়নসহ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঘ) **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে খাস জমি বরাদ্দ প্রসঙ্গে ঃ**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সভায় অবহিত করা হয় যে, কর্মচারীদের স্বল্প ব্যয়ে আবাসিক প্লট প্রদান বা তাদের আবাসনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের লক্ষ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের স্বাক্ষরে জেলা প্রশাসকদের নিকট খাস জমি বরাদ্দের জন্য ডিও পত্র দেয়া হয়েছে। কতিপয় জেলা হতে এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সকল জেলা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়ায় তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহের জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-সচিব(সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(ঙ) **বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ ঃ**

বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রয়োজনে জনসাধারনকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনে কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কার করার জন্যও অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(চ) বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের সম্মানী প্রদান ঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর (৫) ধারা মোতাবেক বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ৩০ জন সদস্য আছেন। সম্মানিত সদস্যদের সম্মানীভাতা প্রদান প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুরূপ বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী প্রসঙ্গে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যায় যে, কোন কোন বোর্ড আছে যাদের সদস্যদের সম্মানী প্রদান করা হয়। বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী প্রদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বোর্ড সম্মানীত সদস্যদের সম্মানী ভাতা প্রদানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিশদ আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বোর্ডের প্রতি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে টাঃ ৫০০/- (পাঁচশত) করে সম্মানী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সম্মানী চলতি সভা অর্থাৎ ৩০-০৭-২০০৬ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৩। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (পরিশিষ্ট - 'ক' ও 'খ')।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (পরিশিষ্ট - 'ক' ও 'খ') সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। বাজেটে আয় ও ব্যয় সম্পর্কে আলোচনাকালে মুনাফা সম্পর্কে আরো স্বচ্ছ ধারনা বোর্ডকে অবহিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। বাজেটে ঘাটতি থাকায় প্রতি বছর স্থায়ী আমানত থেকে ঘাটতি মিটানো হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনার পর সম্মানিত সদস্যগণ বোর্ডের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা কিভাবে আয় বাড়ানো যায় সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মতামত প্রদান করে।

বাস্তবায়নঃ কল্যাণ তহবিল(বাজেট) - উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

যৌথবীমা তহবিল(বাজেট) - উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৪। সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, কল্যাণ তহবিলের সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল স্থানীয় কার্যালয়ে চলতি হিসাব নম্বর ৪৭৯৯ বন্ধ করা ও অধিক মুনাফা খাতে অর্থ বিনিয়োগ প্রসঙ্গে।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের কার্যক্রমসমূহের ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল স্থানীয় কার্যালয়ে ৪৭৯৯ চলতি হিসাব খোলা হয়। পরবর্তীকালে কল্যাণ তহবিলের যাবতীয় কার্যক্রমের ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য সোনালী ব্যাংকের রমনা কর্পোরেট শাখায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন হিসাব খোলা হয়। রমনা কর্পোরেট শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং লেনদেন করায় স্থানীয় কার্যালয়ের উপরোক্ত হিসাব দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত থাকায় অডিট

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বাজেট (সম্ভাব্য আয়)	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রকৃত আয়	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেট	২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়
০১।	সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৩০,০০,০০,০০০.০০	৩৩,৭৭,১৩,৮৬০.০০	২৮,০০,০০,০০০.০০	৩০,৩৯,৫২,৩৬০.০০
০২।	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৩৫,০০,০০০.০০	৩৬,১৮,২৬০.৪৬	৩৫,০০,০০০.০০	২৩,৫৪,২৩৬৮৫
০৩।	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	৪৭,০৬,১৩২.০০	৩০,৬২,৪৮,৮৮০.০৩	১০,১৪,৩৭,৫০০.০০	২১,৭৭,১০,০০০.০০
০৪।	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	১০,০০,০০০.০০	১৪,০৭,৮৯২.৪৩	১০,০০,০০০.০০	১১,১৩,১৯২.১৭
০৫।	বিবিধ প্রাপ্তি				
	(ক) [illegible] ফরম ও অন্যান্য	৫,০০,০০০.০০	৪,৯৭,৬৭৩.৮৭	৫,০০,০০০.০০	৭,৯৫,৮৮৭.৭০
	(খ) [illegible] তহবিলের চাঁদা কর্তন	৫,০০,০০০.০০	৪,৩৭,৮০০.০৩	৫,০০,০০০.০০	৩,৪২,৮০০.০০
	মোট ঃ	৫২,০৮,০৬,১৩২.০০	৬৮,১৫,৫২,২৭০.২৮	৪২,৬৬,৩৭,৫০০.০০	৫২,৬০,২৭,৫২৯.৬৭

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বাজেট (সম্ভাব্য ব্যয়)	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেট	২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়
০১ (ক)	বোর্ডের ১৬ নং রেগুলেশন [illegible]	৪০,০০,০০,০০০.০০	৩৭,১১,৪৭,৬৭২.০০	৪০,০০,০০,০০০.০০	৪৭,৩১,১৩,৬৭৭.৪০
(খ)	বোর্ডের ১৬ নং রেগুলেশন [illegible]	৮,০০,০০,০০০.০০	[illegible]	১০,০০,০০,০০০.০০	১০,০৭,৭৭,৬১৮.০০
(গ)	[illegible]	৫,০০,০০০.০০		৫,০০,০০০.০০	---
	মোট ঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
০২।	প্রশাসনিক ব্যয় :				
(ক)	[illegible] বেতন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ)	কর্মচারীদের বেতন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ)	বিভিন্ন ভাতাদি :				
(০১)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০২)	[illegible] ভাতা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০৩)	[illegible] ভাতা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০৪)	[illegible] ভাতা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০৫)	[illegible] ভাতা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০৬)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০৭)	[illegible] ভাতা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
(০৮)	[illegible] ভাতা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০৯)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
(১০)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(১১)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
(১২)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
(১৩)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
(১৪)	[illegible]				
(১৫)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
	মোট ঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ)	[illegible] :				
(০১)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
(০২)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০৩)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	মোট ঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঙ)	অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় :				
(০১)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
(০২)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
(০৩)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
(০৪)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০৫)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০৬)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০৭)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(০৮)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
(০৯)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
(১০)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
(১১)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
(১২)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(১৩)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(১৪)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(১৫)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
(১৬)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
(১৭)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
	মোট ঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	মোট প্রশাসনিক ব্যয় ঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	মোট (খাত নং ১-২) ঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
০৩।	উদ্বৃত্ত / ঘাটতি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	মোট ঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় ৩০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বোর্ড নিজস্ব তহবিল থেকে টাঃ ৫০.০০ কোটি (পঞ্চাশ কোটি) ব্যয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভবন

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বাজেট (সম্ভাব্য আয়)	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেট	২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়
১। (ক)	গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তাদের প্রিমিয়াম	৩,০০,০০,০০০.০০	২,০৭,৭২,৪০৫.০০	৩,০০,০০,০০০.০০	২,৬২,৬৯,৮৮১.০০
(খ)	স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রিমিয়াম	২৫,০০,০০০.০০	২২,৪১,৫৬২.০৪	২৫,০০,০০০.০০	১৮,২৯,৯৭৩.০০
(গ)	নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীদের প্রিমিয়াম বাবদ সরকারী অনুদান	১৪,৫০,০০,০০০.০০	১৪,৫০,০০,০০০.০০	১৪,৫০,০০,০০০.০০	১৪,৭০,০০,০০০.০০
(ঘ)	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	৫৮,৪৪,১৯৬.০০	২,৩৩,৯০,৯০৯.০০	১,৩৯,৯৯,০০০.০০	৯,৬২,৪০,৬৭৩.০০
(ঙ)	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	৩,৫০,০০০.০০	৪,১৪,৬০৫.০০	৫,০০,০০০.০০	২,৭৫,৬৬৩.০০
(চ)	বিবিধ (অগ্রিম আদায় ও অন্যান্য)	২,০০,০০০.০০	১,০২,১০৮.২৬	২,০০,০০০.০০	১,৪৪,৯৯১.৬৮
(ছ)	ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৪,০০,০০০.০০	৩,৩০,৪০৫.০০	৪,০০,০০০.০০	৩,০৮,২০০.০০
(জ)	সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম আদায়	২,৫০,০০০.০০	২,৭৩,১৪৮.০০	২,৫০,০০০.০০	২,৮৯,০৭৫.০০
	মোট:	১৮,৪৫,৪৪,১৯৬.০০	১৯,২৬,০৪,১৬২.৩০	১৯,২৬,৪৯,০০০.০০	২৭,০২,৫৮,৫৫৬.১৮

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বাজেট (সম্ভাব্য ব্যয়)	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেট	২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়
০১।	যৌথবীমার দাবী পরিশোধ	২৫,০০,০০,০০০.০০	২১,৯৫,৬১,২২৯.০০	২৫,০০,০০,০০০.০০	১৯,৬৩,০৬,৪৩৪.০০
	মোট:	২৫,০০,০০,০০০.০০	২১,৯৫,৬১,২২৯.০০	২৫,০০,০০,০০০.০০	১৯,৬৩,০৬,৪৩৪.০০
০২।	প্রাতিষ্ঠানিক খরচঃ				
(ক)	বেতন ভাতাদি				
(১)	অফিসারদের বেতন	৫,০০,০০০.০০	৩,২৫,৯২২.৬৭	৫,০০,০০০.০০	২,৫৫,৭০২.২০
(২)	কর্মচারীদের বেতন	১৮,০০,০০০.০০	১১,৩১,৫৩৯.৮০	১৭,৭৫,০০০.০০	১০,৩৭,৪১৪.০৮
(৩)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৪,০০,০০০.০০	৪,৭৫,৮৯০.০০	৯,৬০,০০০.০০	৭,৫৪,৪১৯.৯৮
(৪)	চিকিৎসা ভাতা	২,৫০,০০০.০০	১,০৪,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১,১৮,৪০০.০০
(৫)	যাতায়াত ও টিফিন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৩৮,৬৪১.০৩	১,০০,০০০.০০	৪৭,০০৩.৭৮
(৬)	ধর্মঘটার ভাতা	৫০,০০০.০০	২,৯৯১.৯৩	২০,০০০.০০	৩৮১৫.১৪
(৭)	ধোলাই ভাতা	১০,০০০.০০	২,১০০.০০	১০,০০০.০০	২৪৮৫.০০
(৮)	অবসর ভাতা	৪০,০০,০০০.০০	৯২,৭৪০.২৭	২০,০০,০০০.০০	৯৫,১৯৬.৮০
(৯)	চিত্ত বিনোদন ভাতা	১,০০,০০০.০০	১৮,২৮০.০০	১,০০,০০০.০০	২৮,৬৮৫.০০
(১০)	ভবিষ্য তহবিল পরিশোধ (চূড়ান্ত)	৭,০০,০০০.০০	৩,৩১,২৮৯.০০	৫,০০,০০০.০০	৮০,০০০.০০
(১১)	ভবিষ্য তহবিল হস্তান্তর	৩,০০,০০০.০০	---	৩,০০,০০০.০০	২,৯২৪৫৫.০০
(১২)	ভ্রমন ভাতা	২,০০,০০০.০০	৪৪,৫৭৩.৪০	১,০০,০০০.০০	---
(১৩)	উৎসব ভাতা	৫,৫০,০০০.০০	১,৭২,৩৬৮.০০	৪,০০,০০০.০০	১,৮২,৯০৫.০০
(১৪)	সম্মানী ভাতা	৫০,০০০.০০	১৪,৪০০.০০	৫০,০০০.০০	১২,৯০০.০০
(১৫)	মহার্ঘ ভাতা	---	---	---	১,০৯,৩৫৭.১২
(১৬)	বাড়ী ভাড়া(বিভাগীয় অফিসের জন্য) এবং পানি ও বিদ্যুৎ	৩,০০,০০০.০০	---	৫,০০,০০০.০০	---
	মোট:	১,০৩,১০,০০০.০০	২৭,৫৪,৫৪৮.৬০	৭৩,১৫,০০০.০০	২৮,২২,২১২.১২
(খ)	বিভিন্ন অগ্রিমঃ				
(১)	সাইকেল অগ্রিম	---	---	---	---
(২)	মটর সাইকেল অগ্রিম	৭০,০০০.০০	২৫,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৩৫,০০০.০০
(৩)	গৃহ নির্মান অগ্রিম	২,৫০,০০০.০০	---	২,৫০,০০০.০০	---
(৪)	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম	৮,০০,০০০.০০	২,৪৪,০০০.০০	৮,০০,০০০.০০	৫,২৩,০০০.০০
	মোট:	১১,২০,০০০.০০	২,৬৯,০০০.০০	১১,২০,০০০.০০	৫,৫৮,০০০.০০
(গ)	অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খরচঃ				
(১)	আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	৪,০০,০০০.০০	---	৫,০০,০০০.০০	---
(২)	ফটোষ্ট্যাট মেশিন রক্ষনাবেক্ষন	১০,০০০.০০	---	২০,০০০.০০	---
(৩)	সার্ভিস ডাক টিকেট ক্রয়	৫,০০,০০০.০০	---	২,৫০,০০০.০০	৬০০০০.০০
(৪)	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	৩৫,০০০.০০	---	৩০,০০০.০০	৭৮০০.০০
(৫)	টাইপ মেশিন মেরামত	১০,০০০.০০	---	১০,০০০.০০	---
(৬)	মনোহারী দ্রব্য	১,০০,০০০.০০	৫,৯৮০.০০	১,০০,০০০.০০	১৪,২৭০.০০
(৭)	টেলিফোন	১,০০,০০০.০০	৪,৪০৫.০০	১,০০,০০০.০০	১৪৮২৬.০০
(৮)	ব্যাংক চার্জ	৫,০০০.০০	২,৮৮০.০০	৫,০০০.০০	২২০৭.০০
(৯)	আনুষাঙ্গিক	৩,৫০,০০০.০০	৩৩,৯৮১.০০	২,৫০,০০০.০০	৩৫৮৫১.০০
(১০)	আপ্যায়ন	৫০,০০০.০০	২,৫০০.০০	১৫,০০০.০০	২০০০.০০
	মোট:	১৫,৬০,০০০.০০	৪৮,৭৭৯.০০	১২,৮০,০০০.০০	১,৫৭,২৫৪.০০
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক খরচ (ক+খ+গ)	১,২৯,৯০,০০০.০০	৩০,৭২,৩২৭.৬০	৯৭,১৫,০০০.০০	৩৫,১৩৮৬৬.১২
	মোট ক্রমিক নং (১+২)	২৬,২৯,৯০,০০০.০০	২২,২৬,৩৩,৫৫৬.৬০	২৫,৯৭,১৫,০০০.০০	১৯,৯৮,০২,৯০০.১২
০৩।	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-) ৭,৮৪,৪৫,৮০৪.০০	(-) ৩,০০,২৯,৩৯৪.৩০	(-) ৬,৭০,৬৬,০০০.০০	(+) ৭,০৪,৫৫,৮৫৬.০৬
	মোট:	১৮,৪৫,৪৪,১৯৬.০০	১৯,২৬,০৪,১৬২.৩০	১৯,২৬,৪৯,০০০.০০	২৭,০২,৫৮,৫৫৬.১৮

বিঃ দ্রঃ - ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বাজেট ঘাটতি স্বল্পমেয়াদী আমানতে ও ১ বছর মেয়াদী স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও উহার মুনাফা উত্তোলন করে মিটানো হবে।

ln - pc1/C:/My Documents/Budget/budget_05-06_2006-2007_reg.doc

হিসাব রক্ষণ অফিসার
যৌথ বীমা তহবিল

প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় ৩০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বোর্ড নিজস্ব তহবিল থেকে টাঃ ৫০.০০ কোটি (পঞ্চাশ কোটি) ব্যয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভবন

আপত্তির প্রেক্ষিতে ত্রিপক্ষীয় কমিটির সুপারিশ মোতাবেক হিসাবটি বন্ধ করা এবং উক্ত হিসাবে রক্ষিত টাঃ৩,১২,৫৫০/৫১ উত্তোলনপূর্বক উক্ত টাকা সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখায় বিনিয়োগ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে হিসাবটি বন্ধ করে সমুদয় টাকা উত্তোলনপূর্বক সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখায় বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের সঞ্চিত অর্থ অধিক মুনাফায় বিনিয়োগ করার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। সভায় সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি সরকার অনুমোদিত বেসরকারি ব্যাংককেও সরকার নির্ধারিত পরিমান অর্থ বিনিয়োগ করা যেতে পারে বলে সম্মানীত সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে সভায় অবহিত করা হয় যে, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড (বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড) এর দিলকুশা শাখার উপ মহা-ব্যবস্থাপক (ডি.জি.এম) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৩ জুলাই, ২০০৬ তারিখের স্মারক নং বেসিক/দিল/এফডিআর/২০০৬/১৮৯২ এর সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যাংকিং নীতি শাখা-১ হতে জারীকৃত বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের প্রকৃত ষ্ট্যাটাস সম্পর্কিত চিঠির অনুলিপি এবং একই মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগ হতে প্রকাশিত একটি পরিপত্র সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করেছে। উক্ত পত্রে বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, দিলকুশা শাখা ১২ মাস সময়ের জন্য মোটা অংকের টাকা বিনিয়োগ করলে ৯.৭৫% হারে মুনাফা প্রদান করার প্রস্তাব করেছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এতদুদ্দেশ্যে বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে সঞ্চিত অর্থ অধিক মুনাফায় বিনিয়োগ করা যায়। সে প্রেক্ষিতে বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর প্রস্তাব গ্রহণপূর্বক উক্ত ব্যাংকে টাঃ ৪০.০০ কোটি ১(এক) বছর মেয়াদে বিনিয়োগের জন্য বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগন মতামত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ড বেসিক ব্যাংক লিমিটেডে টাঃ ৪০.০০ কোটি (চল্লিশ কোটি) রাখার বিষয়টি অনুমোদন করে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ।

আলোচ্য বিষয় ০৫। কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় চিকিৎসা সাহায্যের হার পুনঃ নির্ধারণ।

সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের ১৯৮২ সালের অডিন্যান্স নং ৩৯ এর ৩ এর (এ) উপধারা ১০-১০-১৯৯৫ তারিখে সংশোধিত এস আর ও বলে কোন কর্মকর্তা কর্মচারী চিকিৎসাজনিত কারনে আবেদন করলে বিশেষ সাহায্য বাবদ ঐ কর্মচারীর ৪ মাসের মূলবেতনের সমপরিমান অর্থ সর্বোচ্চ টাঃ ২০,০০০/- প্রদানের বিধান রয়েছে। বোর্ডের তহবিলের আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য সাবেক বোর্ড আব ট্রাষ্টিজের ০২-০৬-১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় (১) সরকারি হাসপাতাল, বারডেম, রেডক্রিসেন্ট হলিফ্যামিলী হাসপাতাল ও সমমানের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ টাঃ ১৫,০০০/-, (২) বিদেশে চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ টাঃ ১৫,০০০/- (৩) দেশে ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ টাঃ ১০,০০০/- এবং (৪) স্বাভাবিক চিকিৎসা/ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ টাঃ ৮,০০০/- প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় ৩০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বোর্ড নিজস্ব তহবিল থেকে টাঃ ৫০.০০ কোটি (পঞ্চাশ কোটি) ব্যয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভবন নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থ থেকে কোন মুনাফা অর্জিত হবে না। তদুপরি অনেক বেশি হারে আবেদন পাওয়ার

ফলে বোর্ড হতে অনেক বেশী সাহায্য মঞ্জুরী প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া বোর্ড বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ও বহুগুনে বৃদ্ধি পাওয়ায় বোর্ড অর্থ সংকটে আছে। এ প্রেক্ষিতে বোর্ডের তহবিলের ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় চিকিৎসা সাহায্যের হার পুনঃ নির্ধারণ করার জন্য মতামত প্রদান করে।

সিদ্ধান্ত :

(১) সরকারি হাসপাতাল, বারডেম, রেডক্রিসেন্ট হলিফ্যামিলী হাসপাতাল ও সমমানের হাসপাতালে চিকিৎসা এবং বিদেশে চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ টাঃ ১০,০০০/- (দশ হাজার)।

(২) দেশে ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ টাঃ ৭,০০০/- (সাত হাজার)।

(৩) স্বাভাবিক চিকিৎসা/ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ টাঃ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) প্রদান করা যেতে পারে।

পুনঃনির্ধারিত অর্থ মঞ্জুরী প্রদানের দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়।

কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর আবেদনে বর্ণিত ব্যক্তির রোগ ব্যয়বহুল হলে সে ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে বিধান মোতাবেক কর্মচারীর ৪ (চার) মাসের মূলবেতনের সমপরিমান অর্থ সর্বোচ্চ টাঃ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব তথা চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রদান করা যাবে।

বাস্তবায়ন : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের উপ-পরিচালকগণ।

আলোচ্য বিষয় ০৬। বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের জন্য ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সকল কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ হতে সম্পন্ন হচ্ছে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে অনেক কাগজপত্র ফটোকপি করতে হয়। কিন্তু বিভাগীয় কার্যালয়ে ফটোকপি মেশিন না থাকায় সময় এবং অর্থের যথেষ্ট অপচয় হচ্ছে। এ অপচয় রোধ এবং সময় ও অর্থের সাশ্রয়ের নিমিত্ত প্রত্যেক বিভাগে ১ টি করে ৬ টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় করার প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত : প্রত্যেক বিভাগে ১ টি করে মোট ৬ টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

বাস্তবায়ন : উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৭। ষ্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৭৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পেনশন ও গ্রাচ্যুইটি সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে যথাসময়ে অফিসে আনা নেয়ার জন্য সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তরে "ষ্টাফবাস কর্মসূচী" নামে একটি কর্মসূচী ১৯৭৪ সালে চালু করা হয়। এ কর্মসূচীতে ১৩১জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছে। তাছাড়া অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন সরকারি কর্মচারীদের স্ত্রী ও মেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য "মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামে একটি ভিন্নতর কর্মসূচী চালু আছে। এ কর্মসূচীতে ৪৭জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছে। উভয় কর্মসূচীতে মোট ১৭৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছে। এসমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকারি প্রচলিত নিয়মে বেতন ও ভাতাদি প্রতি বছর অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত থোক বরাদ্দ থেকে প্রদান করা হয়।

ষ্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৭৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বোর্ডে ন্যস্ত করে বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ন্যায় পেনশনযোগ্য চাকুরীতে আনয়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক একটি রিপোর্ট সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পেশ করার জন্য যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে আহবায়ক করে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

(১) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয় - আহবায়ক
(২) উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় (বাজেট উইং) - সদস্য
(৩) উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড - সদস্য
(৪) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড - সদস্য-সচিব

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৮। বোর্ডের শূন্য পদসমূহ পূরণ প্রসঙ্গে।

সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ ও সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তরকে একীভূত করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭৫টি এবং সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ১১৩টি পদ রয়েছে। বর্ণিত পদগুলির মধ্যে বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর ৫২ টি পদ শূন্য রয়েছে। তম্মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্য পদসমূহ হতে অন্তত ৫০% পদ জাতীয় বেতন স্কেলে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, সকল শ্রেণীর শূন্য পদসমূহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ শূন্য পদসমূহের অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-সচিব (সওব্য), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্য বিষয় ০৯। বিবিধ।

বোর্ডের সদস্য হিসেবে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী প্রতিনিধি প্রসঙ্গে।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক অবহিত করেন যে, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সদস্য। কিন্তু বোর্ড সভাসহ অন্য কোন সভায় তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো বা অবহিত করা হয় না। এ বিষয়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রতিনিধিগণ সদস্য হিসেবে বোর্ড সভায় যোগদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন।

সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রতিনিধিগণকে বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ৫ এর ১(ত) ধারা মোতাবেক ''বাংলাদেশের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত তৃতীয় শ্রেণীর একজন প্রতিনিধি ও চতুর্থ শ্রেণীর একজন প্রতিনিধি'' কে বোর্ডের সদস্য

হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বর্ণিত অবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মনোনয়নের প্রেক্ষিতে বোর্ডের সদস্য হিসাবে গণ্য করা যাবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ৫ এর ১(ঙ) ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ সিনিয়র সহকারী সচিব (কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(ড. মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।